প্রথম আলো

তারিখ 25 FEB 2013
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিয়োগ-বাণিজ্য'

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতা কি চলতেই থাকবে?

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-উপাচার্যের দপ্তর ভাঙচুর ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া কিংবা উপাচার্যের ভবনের সামনে বিক্ষোভের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। ঘটনাটি আরও উদ্বেগজনক এ কারণে যে, এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিফল চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও শরিক হয়েছেন। আমরা এ ঘটনার নিন্দা জানাই।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংগঠনটির নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কেবল সরকারের ভাবমূর্তিকেই ম্লান করেনি, শিক্ষাঙ্গনকেও করে তুলেছে অশান্ত ও অস্থির। ছাত্রলীগ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিতে আন্দোলন করলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমর্থন পেত। কিন্তু তারা দাবি তুলেছে, তাদের দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়োগ দিতে হবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও। এ ধরনের অদ্ভুত আবদার তাঁরাই করতে পারেন, যোগ্যতা দিয়ে যাঁদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। যখনই যে দল ক্ষমতায় থাকে, সেই দল কর্মী-সমর্থকদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য নানা অপকৌশলের আশ্রয় নেয়, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে কে নিয়োগ পাবেন কে পাবেন না, তার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলটির ছাত্রসংগঠনের সম্পর্ক কী? চাকরির শর্ত অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরাই নিয়োগ পাবেন। এ নিয়ে তদবিরবাজি ও তথাকথিত আন্দোলনের নামে ভাঙচুর বা ঘেরাও চলতে পারে না। দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির বিষয়টি সংক্রমণ ব্যাধির মতো, এক-দুজন থেকে শুরু হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রশাসনকে অকার্যকর করে তোলে।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন 'টাকা খেয়ে' জামায়াত-শিবিরের সমর্থক প্রার্থীকে নিয়োগ দিয়েছে। এর পক্ষে তাঁদের হাতে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ আছে কি? যদি না থাকে, তাহলে তাঁরা আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। তাই বলে তাঁরা কেন আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ নিয়ে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত এবং সেখানে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রমাণিত হলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।